তারিখ ... 09 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ফি বাড়ছে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ফি বাড়ছে। নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন-ভাতা দিতে যৌক্তিক হারে এ ফি বাড়ানো হবে। তবে তা যেন কোনোভাবেই অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপের কারণ না হয়, সে বিষয়টিও ভাবা হচ্ছে। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ইঙ্গিত দেন। অবশ্য সব ধরনের বিদ্যালয়ে ঢালাওভাবে ফি বাড়ানো হবে না।

সচিবালয়ে গতকাল সোমবার বিশিষ্টজনের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোনো স্কুল যদি মনে করে ফি কিছুটা বাড়ানো দরকার, তাহলে সে ক্ষেত্রে তারা যুক্তি দেখাতে পারেন। তবে তা করার আগে আমাদের জানাবেন। আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারি।' তিনি বলেন, 'ফি বৃদ্ধির বিষয়টি যৌক্তিক মনে হলে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত সবাই পূর্বের সিদ্ধান্ত (নির্ধারিত হারে ফি গ্রহণ) মানতে বাধ্য।'

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত অর্থ নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ভর্তির নীতিমালার তোয়াক্কা না করে চলতি শিক্ষাবর্ষে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভর্তির সময়) কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রতিবাদে অভিভাবকরা আন্দোলনেও নেমেছেন। গত ৬ জানুয়ারি এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে বলেছেন হাইকোর্ট। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বাতিল হবে বলেও আদেশ দেওয়া হয়। নিয়ম লঙ্ঘন করলে পরিচালনা কমিটির অভিযুক্ত সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

এরই মধ্যে ৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত ভর্তি, সেশন, টিউশন ফি ও এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে নেওয়া বাড়তি ফি সাত কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সে অনুযায়ী সাত কর্মদিবস শেষ হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সাত দিনের মধ্যে আমরা এ কাজটি গুটিয়ে আনব। এবার আমরা অনেক বেশি শক্তিশালী। এর আগে আমরা এভাবে সামাজিক সমর্থন পাইনি। এ ছাড়া রয়েছে হাইকোর্টের রায়। তারা কেউ যাতে মনে না করেন, আমরা কিছু করতে পারব না। যারা ফি ফেরত দেবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশনা ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি, কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকসহ সবার কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, দয়া করে সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন, হাইকোর্টের রায় মেনে চলুন।'

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা এই বিবৃতি দেন। বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের ফি

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি (সুলতানা কামাল) এই বিবৃতি পাঠ করে শোনান।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ও মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ২৮ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'বেশ কয়েকটি স্কুলে এক লাফে ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ ফি বাড়ানোর ফলে অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপ ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি নীতিমালার বাইরে বেতন ও ফি বৃদ্ধির ঘটনা ক্রমাগত অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।' বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, 'এটা সরকারের নীতিমালা ও আদালতের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অযৌক্তিক ভর্তি ফি ও বেতন বৃদ্ধি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সরকারি নীতিমালা অমান্য করে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে এ ধরনের চাপ সৃষ্টি অন্যায়।'

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন– ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, এম হাফিজউদ্দীন খান, এ্যারোমা দত্ত, হোসেন জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক শফি আহমেদ, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ড. মনজুর আহমেদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, রামেন্দু মজুমদার, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, অধ্যাপক হায়াৎ মাহমুদ, মামুনুর রশীদ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, শাহীন আনাম, ফারাহ কবীর, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ডা. এজাজুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে হবে। যারা নিজেরাই (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) নিয়ম তৈরি করে অতিরিক্ত ফি নিয়েছে, তাদের টাকা ফেরত দিতে আদালতেরও রায় রয়েছে।' বৈঠকে আরও অংশ নেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবরা।